"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সম্পূর্ণ কল্পে অলরাউন্ড পার্ট প্লে করেছো, এখন পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে, ঘরে ফিরতে হবে

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা নিজের ভাগ্যের মহিমা বর্ণনা কোন্ শব্দের দ্বারা করো?

*উত্তরঃ - আমরা হলাম ব্রাহ্মণ শিখা (টিকি) । আমাদের নিরাকার ভগবান বসে পড়ান। দুনিয়ায় মানুষ, মানুষকে পড়ায় কিন্তু আমাদের স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন, তাহলে আমরা কতখানি ভাগ্যবান ।

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চাদের আত্মাদের পিতা (রুহানী পিতা) জিজ্ঞাসা করছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের ঘর শান্তিধাম স্মরণে আছে? ভুলে যাওনি তো? এখন ৮৪-র চক্র পূর্ণ হয়েছে, কিভাবে পুরো হয়েছে সে কথাও তোমরা বুঝেছো। সত্যযুগ থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত এমন করে আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না। মিষ্টি মিষ্টি প্রিয় বাচ্চাদের বাবা জিজ্ঞাসা করেন, এবারে ঘরে ফিরবে তো তাইনা? ঘরে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে গিয়ে সুখধামে আসতে হবে। এটা তো সুখধাম নয়। এ হলো পুরানো দুনিয়া, দুঃখধাম। সেটা হলো শান্তিধাম, সুখধাম। এখন এই দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে যেতে হবে মুক্তিধাম। মুক্তিধাম বা শান্তিধাম যেন সামনে হাজির রয়েছে। সেটা হল আত্মাদের নিবাস স্থান। তারপরে তোমরা নতুন বিশ্বে আসবে, যেখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি হবে। এই কথা তো বুঝেছ তাইনা - এই গানও কর। বাবাকেও আহ্বান করা হয় - হে পতিত-পাবন, এই পতিত দুনিয়া থেকে আমাদের নিয়ে চলো, এইখানে অনেক দুঃখ আছে। আমাদের সুখের স্থানে নিয়ে চলো। স্মরণে আসে। স্বর্গের কথা সবাই স্মরণ করে। শরীর ত্যাগ করলেই বলা হয়, স্বর্গে গমন করেছে। লেফ্ট ফর হেভেনলি অবোড। কে লেফ্ট করলো? আত্মা। শরীর তো যায় না। আত্মা-ই যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা-ই শান্তিধাম, সুখধামকে জানো, অন্য কেউ জানে না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে নলেজ আছে - শান্তিধাম কি এবং সুখধাম কি । তোমরা সুখধামে ছিলে, এখন আবার দুঃখধামে এসেছ। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, বছর পার হয়েছে। এখন ৫ হাজার বছরে শেষ হতে কেবল কিছুদিনই বাকি আছে। বাবা বাচ্চাদের স্মরণ করাতেই থাকেন। খুব সহজ কথা, এতে কনফিউস হওয়ার দরকার নেই। আত্মা ৮৪ জন্ম নেয় কিভাবে, এই কথাও কেউ জানে না। লক্ষ বছরের কথা তো কারো পক্ষে মনে রাখা কঠিন। এ হলো-ই পাঁচ হাজার বছরের কথা। ব্যবসায়ীরা স্বস্তিকের চিহ্ন এঁকে রাখে হিসেবের খাতায়, তাকে গনেশ বলা হয়। গণেশের ছবিতে হাতির শুঁড় দেখানো হয় । মানুষ টাকা খরচ করে চিত্র ইত্যাদি বানায়, একেই বলা হয় সময় নষ্ট। তোমাদের কত শক্তি ছিল। সেসব দিন দিন কমেছে। যেমন গাড়িতে পেট্রোল কমতে থাকে। এখন তো তোমরা দুর্বল হয়েছ। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারত কেমন ছিল, অপার সুখ ছিল। অফুরন্ত ধন ভান্ডার ছিল। এই রাজ্য তাঁরা পেয়েছিলেন কিভাবে? রাজযোগের শিক্ষা নিয়েছিলেন। এতে যুদ্ধ ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই। একেই বলা হয় জ্ঞানের অস্ত্র-শস্ত্র। আর কোনও স্থূল কথা নেই। এ হলো জ্ঞানের অস্ত্র শস্ত্র । এ হলো জ্ঞান - বিজ্ঞান, স্মরণ ও জ্ঞানের কত শক্তিশালী অস্ত্র শস্ত্র । সম্পূর্ণ বিশ্বে তোমরা রাজত্ব কর। দেবতাদের বলা হয় অহিংসক।

বাচ্চারা, এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার শিক্ষা প্রাপ্ত করছো। তোমরা জানো আমরা প্রতি ৫ হাজার বছরের পরে অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে এই অসীমিত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। এই হল আত্মার কথা। এতে স্থূল যুদ্ধের কোনও কথা নেই। আত্মা পতিত হয়েছে তাই সে পবিত্র হওয়ার জন্য বাবার আহ্বান করে। এখন বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তো ঘরে ফিরতে হবে। এই হল জীব আত্মাদের দুনিয়া। ওই হল আত্মাদের দুনিয়া। পরমধামকে জীব আত্মাদের দুনিয়া বলা হবে না। এই কথাটি ক্ষণে ক্ষণে স্মরণে থাকা উচিত - আমরা হলাম দূর দেশের নিবাসী। আমরা আত্মা, আমাদের নিবাস হল ব্রহ্মান্ড। এই কথা যেন বুদ্ধিতে থাকে, এই আকাশ তত্বের ওপারে, যেখানে সূর্য-চাঁদও থাকে না। আমরা ওখানকার অধিবাসী এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছি। ৮৪-র পার্ট প্লে করি। সবাই তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করতে পারে না। আস্তে আস্তে উপর থেকে নীচে নেমে আসে। আমরা হলাম অলরাউন্ডার। সর্ব কর্ম সম্পন্নকারীকে অলরাউন্ডার বলা হয়। তোমরাও হলে অলরাউন্ডার। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমাদের পার্ট আছে। এখন হল এই চক্রের সমাপ্তি, তবুও আত্মারা উপর থেকে নীচে আসতেই থাকে। অনেক বাচ্চা আছে যারা উপর থেকে নীচে আসতে থাকে ফলে বৃদ্ধি হতেই থাকে।

বাবা তোমাদের 'আমিই সেই' (শো হম) এর অর্থ বুঝিয়েছেন। তারা তো বলে দেয় আমিই আত্মা আমিই পরমাত্মা। তারা তো ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের সময়কাল ইত্যাদি কথা জানে না। তোমাদের বাবা বুঝিয়েছেন এই শরীরে তোমরা হলে

এখন ব্রাহ্মণ। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন, পড়াচ্ছেন, সেই কথা তো স্মরণে থাকা উচিত তাই না। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান। সব আত্মারাই এই ড্রামার সূত্রে বাঁধা। এখন তোমরা জানো আমরা শুরুতে দেবতা ছিলাম, তারপরে আমরাই ক্ষত্রিয় ধর্মে আসি অর্থাৎ সূর্যবংশী থেকে চন্দ্রবংশী হই, এত গুলি জন্ম হয়েছে - সেসব জানা উচিত। এই জ্ঞান প্রথমে তোমাদের একেবারেই ছিল না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন, এ হলো বর্ণের ডিগবাজি খেলা (বাজোলী) । এখন আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। বিরাট রূপ দেখানো হয় না ! তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে - কিভাবে আমারা নীচে নেমে ব্রাহ্মণ কুলে এসেছি তারপরে আবার ডিটি ডিনায়েস্টিতে (দৈবী কুলে) যাই। এখন তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে শিখা। শিখা সবচেয়ে উঁচুতে থাকে। তোমাদের মতন উঁচু কুলের কে হবে । ভগবান বাবা এসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা কতখানি ভাগ্যশালী। নিজের ভাগ্যের কিছু মহিমা বর্ণনা তো করো। বাইরে তো সব মানুষ, মানুষদের পড়ায়। ইনি তো হলেন নিরাকার পিতা। ইনি কল্প-কল্প একবার-ই এসে নলেজ দেন। পড়াশোনা তো প্রত্যেকেই করে। ব্যারিস্টারের নলেজ পড়ে ব্যারিস্টার হয়। তারা সবাই মানুষ, মানুষদের পড়ায়। এখন এ হলো ভগবানুবাচ। মানুষকে তো কখনও ভগবান বলা হয় না। তিনি তো হলেন নিরাকার। এখানে এসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পড়ান। এই পড়াশোনা না সূক্ষ্মবতনে হয়, না মূলবতনে হয় । পড়াশোনা হয় শুধুমাত্র এইখানে। এতে কনফিউস হওয়ার কোনও কথা নেই। স্কুলে কখনও কোনো স্টুডেন্ট বলে কি আমরা কনফিউস। আমাদের নিশ্চয় হয় না। বরং পড়াশোনা করে নিজের স্টেটাস প্রাপ্ত করে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের আদি-তে বিশ্বের মালিক হয়েছেন কিভাবে? নিশ্চয়ই বাবার দ্বারা। বাবা তো সত্য বলবেন। ভগবান কি কখনও রং (ভুল) বলবেন । খুব কঠিন পরীক্ষা। এই সময় হল প্রজার উপরে প্রজাদের রাজত্ব। রাজা-রানী নেই। সত্যযুগে ছিল, এখন কলিযুগের শেষে নেই। একেই বলা হয় পঞ্চায়েতি রাজ। গীতায় লিখে দেওয়া হয়েছে - কৌরব ও পাণ্ডব। আত্মিক পান্ডা তো হলে তোমরা। সবাইকে আধ্যাত্মিক (রুহানী) নিবাসের ঠিকানা বলে দাও। সেই গৃহ হলো তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের রুহানী নিবাস। রুহ (আত্মা) জন্ম নিয়ে পার্ট প্লে করে। এইসব কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। ঋষি মুনি ইত্যাদি কেউ রচয়িতার পরিচয় জানে না, রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথাও জানে না। লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। কিন্তু সেসবের কোনও পুরো হিসেব নেই। অর্ধেকও হতে পারে না, পুরো অর্ধেক সুখধাম তারপরে পুরো অর্ধেক দুঃখধাম। এটা হলো পতিত দুনিয়া ভিশস (অপবিত্র) আর সেটা হলো ভাইসলেস (পবিত্র) ।

বাবা হলেন কত উঁচু থেকে উঁচু , কিন্তু কতো সাধারণ থাকেন। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা অফিসারদের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তারা বাবাকে কতো রিগার্ড দিয়ে থাকে। পতিত দুনিয়ায় পতিত মানুষ পতিতদের দর্শন করে। পবিত্র হলেন গুপ্ত । বাইরে কিছুই দেখা যায় না। বাবাকে বলা হয় নলেজফুল, ব্লিসফুল। সকল বিষয়ে ফুল (full), তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। প্রতিটি মানুষের পজিশনের মহিমা হলো আলাদা আলাদা । মন্ত্রীকে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হয়। ইনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ - ভগবান। সবচেয়ে উঁচু পজিশন হলো নিরাকার বাবার, আমরা যাঁর সন্তান। সেখানে আমরা সবাই বাবার সঙ্গে পরমধামে বাস করি। ওটা হলো নিবাস স্থল। এখানে সবার নিজের নিজের পার্ট রয়েছে। কেউ এক জন্মের পার্ট প্লে করেও ফিরে যায়। বাবা বোঝান এ হল মনুষ্য সৃষ্টির ভ্যারাইটি বৃক্ষ। একের সাথে অপরটি মিলবে না । আত্মা তো সবই এক রকম। তবে একে অপরের সঙ্গে শরীরের মিল নেই। নাটকেও দেখানো হয়, যে এক রকমের দুটি চেহারা হলে কতখানি কনফিউশন হয়, দু'জনের মধ্যে আমার স্বামী কে? আর এ তো হলো অসীম জাগতিক খেলা। একে অপরের সঙ্গে কোনও মিল নেই। প্রত্যেকের ফিচার্স আলাদা। আয়ু যদিও একরকমের হয় কিন্তু ফিচার্স একরকম হয় না। প্রত্যেক জন্মে ফিচার্স বদলে যায়। কত বিশাল এই অসীম জাগতিক নাটক। অতএব ড্রামার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত তাইনা। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। প্রত্যেকের ড্রামাতে যা পার্ট আছে, সেই পার্টি সে প্লে করবে। ড্রামায় কোনো রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে না। অসীম জাগতিক ড্রামা যে। জন্ম গ্রহণ করতেই থাকে। সবার ফিচার্স আলাদা । কত রকমের ভ্যারাইটি ফিচার্স। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য করতে হয়। কোনও বই ইত্যাদি নেই। গীতার ভগবান হাতে গীতা নিয়ে আসেন নাকি? তিনি তো হলেন জ্ঞানের সাগর, বই নিয়ে থোড়াই আসবেন। বই পত্র ইত্যাদি ভক্তি মার্গে তৈরি হয়। সুতরাং এই সব ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে । এক সেকেন্ড মিলবে না অন্য সেকেন্ডের সঙ্গে। বাচ্চারা তোমাদের তো সব বোঝানো হয়েছে। চক্র পূর্ণ হয়ে আবার নতুন করে শুরু হবে। এখন তোমরা পড়ছ। বাবাকেও তোমরা জেনেছ। রচনার কথাও জেনেছ। মূল বতন থেকে এখানে আসো পার্ট প্লে করতে। কত বিশাল এই স্টেজ, এর কোনও মাপ হতে পারে না । কেউ পৌঁছাতে পারে না। সাগর ও আকাশের কোনও শেষ নেই, তাই অনন্ত বলা হয়েছে। আগে এত চেষ্টা ছিল না, এখন চেষ্টা করে। সাইন্স তো এখন কার, তারপরে আবার কবে শুরু হবে? যখন তাদের পার্ট হবে। অতএব এত সব কথা কি শাস্ত্রে আছে। যিনি শোনাচ্ছেন তাঁর নাম না দিয়ে যিনি শুনছেন, তার নাম লিখে দিয়েছে। এই আত্মাটি কালো, ওই আত্মাটি ফর্সা বা সুন্দর । অসুন্দর (কালো) আত্মাটি এনার দ্বারা শুনে সুন্দর হয়েছে। নলেজ দ্বারা

কত উঁচু পদের প্রাপ্তি হয়।

এ হলো গীতা পাঠশালা। ভগবান রাজযোগ শেখান অমরপুরীর জন্য, তাই একে অমরকথাও বলা হয়। নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগে শুনিয়ে ছিলেন। যারা কল্প পূর্বে পড়েছে তারাই আবার এসে পড়বে এবং নম্বর অনুসারে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। তোমরা এখানে কতবার এসেছো? অসংখ্য বার। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে এই নাটক কবে থেকে শুরু হয়েছে? তোমরা বলবে এই নাটক তো অনাদি ভাবে চলে আসছে। গণনা করার কথাই নেই, জিজ্ঞাসা করার ভাবনাও আসে না।

শাস্ত্রে সবই হলো ভক্তি মার্গের গল্প কাহিনী, যা পাঠ করা হয়। এখানে তো অনেক ভাষা রয়েছে, সত্যযুগে বহু ভাষা ইত্যাদি হয় না। এক ধর্ম, এক ভাষা, এক রাজ্যের তোমরা স্থাপনা করছো। তারা তো শান্তি স্থাপনের পরামর্শদাতাদেরকে পুরস্কার দেয়। শিববাবা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার পরামর্শ দেন। তাঁকে তোমরা কি প্রাইজ দেবে? তিনি তো তোমাদেরকেই প্রাইজ দেন, কিছু নেন না। এইসব কথা বুঝতে হবে। গতকালের কথা যেন, যখন তাঁদের রাজত্ব ছিল। এখন তো থাকার জায়গা নেই। সেখানে তো দুই তিন তলা তৈরি করার প্রয়োজন নেই। কাঠ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। সেখানে তো ঘর বাড়ি সোনা রুপা দিয়ে তৈরি হয়। সায়েন্সের শক্তিতে চট করে বাড়ি তৈরি হয়। এখানে তো সাইন্স যেমন সুখের তেমনই দুঃখের। এর দ্বারা পুরো দুনিয়া ধ্বংস হবে, একেই বলে ফল অফ পম্পিয়া (পম্পিয়া নগরীর পতন যেমন ঘটেছিল) । মায়ার কতই না জাঁকজমক (পম্প) । ধনীদের জন্য এই দুনিয়াটাই হল স্বর্গ, তাই তারা তোমাদের কথা শোনে না। আগে তোমরাও জানতে না। এখানে বাবা এসে ডাইরেক্ট তোমাদের পড়াচ্ছেন। বাইরে তো যদিও বাচ্চারাই পড়ায়। মিত্র আত্মীয় স্বজন সবার কথাই স্মরণে আসে। এখানে তো বাবা বসে বোঝান। দিন-দিন তোমরা স্মরণের যাত্রায় পাকা হতে থাকবে। তখন তোমাদের আর কিছুই স্মরণে আসবে না। শুধু ঘর (পরম ধাম) এবং রাজধানীর (সুখ ধাম) কথাই স্মরণে আসবে। তখন এই চাকরি ইত্যাদির কথা মনে থাকবে না। এমন ভাবে মরবে যেন বসে বসে হার্ট ফেল হবে। দুঃখের কথাই নেই। হাসপাতাল ইত্যাদি তো কিছুই থাকবে না। বাবাকে জেনে গেলেই স্বর্গের অধিকারী হয়ে যায়। তোমাদের তো অধিকার আছে, সবার নেই। কারণ স্বর্গে তো সবাই আসবে না, তাইনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আধ্যাত্মিক পান্ডা হয়ে সবাইকে আত্মিক নিবাসের ঠিকানা বলে দিতে হবে। জ্ঞান এবং যোগের অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সমগ্র বিশ্বে রাজত্ব করতে হবে। ডবল অহিংসক হতে হবে।

২) ৮৪ জন্মের অলরাউন্ডার ভূমিকা পালনকারী আত্মাদের বর্তমানেও অলরাউন্ডার হতে হবে। সব রকমের কাজ করতে হবে। অসীম জাগতিক ভ্যারাইটি ড্রামায় প্রত্যেক অভিনেতার পার্ট দেখে প্রফুল্লিত থাকতে হবে।

বরদানঃ- অবিনাশী উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা তুফানকে তোওফা (উপহার) বানানো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা ভব

উৎসাহ-উদ্দীপনাই হলো ব্রাহ্মণদের উড়ন্ত কলার ডানা। এই ডানার উপর ভর করে উড়তে থাকো। এই উৎসাহ-উদ্দীপনাই হলো তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের জন্য সবথেকে বড় শক্তি। নীরস জীবন নয়। উৎসাহ-উদ্দীপনার রস সদাই থাকে। উৎসাহ উদ্দীপনা মুশকিল-কেও সহজ করে দেয়, তাদের হৃদয় কখনও বিদীর্ণ হয় না। উৎসাহ তুফানকে তোওফা বানিয়ে দেয়, উৎসাহ যেকোনও পরীক্ষা বা সমস্যাকে মনোরঞ্জন অনুভব করায়। এইরকম অবিনাশী উৎসাহ উদ্দীপনাতে যারা থাকে, তারাই হলো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

স্লোগানঃ- শান্তির সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে রাখো, তাহলে অশান্তির দুর্গন্ধ সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;